ব্রি ধান৫৫

উফশী চাষে দিলে মন
প্রাণ ভরে পাবে ধান

ফ্যাক্ট শিট: বোরো ধানের জাত

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এই জাতটি উদ্ভাবন করে। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় জাতটি বোরো ও আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য নির্বাচন করা হয়। এ জাতটি ২০১১ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। বোরো মৌসুমের চাষাবাদ পদ্ধতি নিম্নে দেয়া হল।

ব্রি ধান৫৫

জাতের বৈশিষ্ট্য

- এটি আগাম জাত।
- অধিক ফলনশীল।
- গাছের উচ্চতা ১০০ সেন্টিমিটার।
- চাল লম্বা, মাঝারি চিকন।
- এক হাজার ধানের ওজন ২৩.৫ গ্রাম।
- চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.৩%।
- চালে এম্যাইলোজের পরিমাণ ২২%।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৫৫ মাঝারি লবণ (৮-১০ ডিএস/মিটার ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত) সহনশীল এবং মাঝারী ঠান্ডা ও খরা সহিষ্ণু জাত। অতএব, এ জাতটি ঠান্ডা প্রবণ এলাকায় বোরো মৌসুমে চাষাবাদ করা সম্ভব। জাতটি আগাম হলেও অধিক ফলনশীল।

জীবনকাল

এ জাতের জীবনকাল ১৪৫ দিন।

ফলন

এ জাতের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৭.০ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজতলায় বীজ বপন** : ১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর-৩০ নভেম্বর)।
২. **চারার বয়স** : ৩৫-৪০ দিনের চারা।
৩. **চারা রোপণ** : ৫-১৫পৌষ (২০-৩০ ডিসেম্বর) রোপণের উপযুক্ত সময়।
৪. চারার সংখ্যা: প্রতি গুছিতে ২/৩ টি।
৫. রোপণ দুরত্ব: ২০ x ১৫ সেন্টিমিটার।
৬. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)

		ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিংক
৬.১	মোট সার	৩০-৪০	৭-১৪	৮-১৬	৪-১১	০.৭-১.০

৬.২ ইউরিয়া সার দুইবার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
প্রথম উপরি প্রয়োগ রোপণের ১৫-২০ দিন পর।
দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর।
ইউরিয়া সার প্রয়োগের পর মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৬.৩ ইউরিয়া প্রয়োগে লিফ কালার চার্ট (এলসিসি) ব্যবহার করা উচিত।

৭. **আগাছা দমন:** রোপণের পর ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** থোর অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানি রাখতে হবে।
৯. **রোগ বালাই দমন:** রোগ ও পোকার জন্য অনুমোদিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা আবশ্যক।
১০. **ফসল পাকা ও কাটা** : ২৫ চৈত্র-১০ বৈশাখ (১০-২৫এপ্রিল) ধান কাটার উপযুক্ত সময়।

আরো তথ্যের জন্য :
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইল: dr@brri.gov.bd